দৈনিক খবর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

23

স্কুল পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রসঙ্গে

এক সময় দেশের স্কুলগুলোতে ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক পরীক্ষা শেষে নম্বর প্রাপ্ত উত্তরপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের ফেরৎ দেয়া হত। এতে দু'টি উপকার সাধিত হত। একদিকে ছাত্ররা যেমন পুংখানুপুংখভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের ত্রুটি ধরতে পারতো, অন্যদিকে অভিভাবকগণও তাদের ছেলেমেয়েদের ত্রুটি বা অপারগতা উপলব্ধি করে তা সংশোধনের প্রচেষ্টা নিতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ভাল জিনিসের মত এ রেওয়াজটিও এখন অধিকাংশ স্কুল থেকে উঠে গেছে বা যাচ্ছে। এখন নম্বরপ্রাপ্ত-পরীক্ষার খাতা সাধারণতঃ বাড়ীতে আনতে দেয়া হয় না, কোন কোন স্কুলে ছাত্রকে খাতা ক্ষণিকের জন্য দেখতে দিয়ে তা ক্লাসেই ফেরৎ নিয়ে নেয়া হয়। আবার কোথাও কোথাও তাও করা হয় না- বাড়ীতে ফেরৎ আনা তো দূরের কথা। এ কারণে এখন ছাত্ররা তাদের ত্রুটির গভীরে প্রবেশের সুযোগ তো পায়ই না, অভিভাবকগণও ছাত্রদের লব্ধ পাঠ্যজ্ঞান, মেধা ও পারঙ্গমতা সম্পর্কে থাকেন একেবারে অন্ধকারে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, উত্তরপত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ কর্তৃক সংঘটিত সম্ভাব্য ত্রুটি অভিভাবকদের অগোচরে রাখা তথা ঝুট-ঝামেলা এড়ানোর জন্যই আজকাল উত্তরপত্র ফেরৎ দেয়া হয় না। অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। তবে যে কারণই নিহিত থাকুক না কেন, মুখ্য উদ্দেশ্য যখন গৌন হয়ে যায়, তখন তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

অতএব আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেবেন এবং আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের নামে পুরানো ভাল রেওয়াজকেও আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেবেন না।

-শাহাদত হোসেন
মিতালী রোড
রায়ের বাজার, ঢাকা।